প্রতিবেদনযোগ্য

ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট
দেওয়ানী আপিলের এখতিয়ার
দেওয়ানী আপিল নং 5824/2019

(এসএলপি (সি) নং 30035 / 2016 থেকে উদ্ভূত

ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশন ও অন্যান্য

..... আপিলকারী (গণ)

বনাম

আবদুল হালিম ও অন্যান্য

..... বিবাদিপক্ষ (গণ)

রায়

ইন্দিরা ব্যানার্জি,বিচারপতি

অনুমতি প্রদান করা হল।

2. আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ বরিষ্ঠ কৌসুলি মিঃ রানা মুখার্জি এবং প্রথম বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ বরিষ্ঠ কৌসুলি মিঃ দেবল ব্যানার্জির বক্তব্য শোনা হল ।

3. এই আপিলটি কলিকাতা হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চের 27°6°2016 তারিখের চূড়ান্ত রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে করা হয়, যেখানে আপিলকারীদের দাখিল করা একটি মামলা F°M°A 3324/2015 খারিজ করা হয় এবং এই মামলাটি প্রথম বিবাদিপক্ষের একক বেঞ্চে দাখিল করা একটি রিট পিটিশন নং 21512 (W) অফ 2009 19.4°2010 এর প্রদত্ত রায়ের *বিরুদ্ধে করা* হয়েছিল যে রিট পিটিশনটি প্রথম বিবাদিপক্ষের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার

জিয়ারুদ্দিনতলা হাই স্কুলে আরবীয় (পাস) ভাষার সহশিক্ষক পদে নিযুক্তি, পদপ্রার্থীর যোগ্যতা এবং তালিকাভুক্তির বিষয়টি বাতিল করার পরিপ্রেক্ষিতে দাখিল করা হয়েছিল এবং এখন থেকে শুধু 'স্কুল' বলেই উল্লিখিত হবে।

4. দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল সার্ভিস কমিশন 27.8.2008 তারিখে প্রকাশিত বাংলা দৈনিক "আজকাল" ইস্যুতে একটি বিজ্ঞাপন নং 01/AT/08 তারিখ 26.8.2008° জারি করেছে, যেখানে উল্লিখিত সহকারী শিক্ষকের পদগুলির জন্য আবেদনপত্র আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

5. দেখা যাচ্ছে যে দুটি বিভাগের শিক্ষকের পদে শূন্যপদ ছিল, অর্থাৎ যে পদের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল যে কোনও ইউজিসি স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস কোর্সে স্নাতক ডিগ্রি সেইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে পাঠক্রমের সংযুক্ত বিষয়গুলির অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে ডিগ্রী স্তরে অন্তত 300 নম্বর বা পূর্বের 2 বছরের ডিগ্রী স্তরে অন্তত 200 নম্বরের হিসাবে এবং সাম্মানিক / স্নাতকোত্তর স্তরে প্রয়োজনীয় নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা মান হল সাম্মানিক সহ স্নাতক ডিগ্রী বা বিকল্পভাবে যে কোনও ইউজিসি স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।উপরোক্ত উভয় বিভাগের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে যোগ্যতা যেমন বিটি, বিএড, পিজিবিটি ইত্যাদি শিক্ষক প্রশিক্ষনের ডিগ্রী কাম্য ছিল।

6. পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন আইন, 1997 এর উপ-ধারা (2) এর ক্লজ (ডি) এবং ধারা 17 এর উপধারা (1) তে প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যবহার

করে এবং পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন নিয়মাবলী,2006 (শিক্ষকদের পদে নিয়োগের জন্য ব্যক্তিদের নির্বাচন) খারিজ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (শিক্ষকদের পদে নিয়োগের জন্য ব্যক্তিদের নির্বাচন) বিধি 2007 প্রণয়ন করে (এরপর থেকে 'বিধি' হিসাবে উল্লেখ করা হয়) ')।বিধিগুলির 5 নং বিধি নিম্নরূপে প্রদত্ত হয়েছে -

> **"৫. প্রার্থীর অতিরিক্ত অবশ্যিক যোগ্যতা-যে কোনও স্কুল** বা মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসাবে নির্বাচিত হতে ইচ্ছুক প্রার্থী, বাংলা বা ইংরেজি বা হিন্দি বা নেপালি বা ওড়িয়া বা সাঁওতালি বা তেলেগু বা উর্দু শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে থাকতে হবে, এবং মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক বা স্নাতক স্তরে প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষা হিসাবে অবশ্যই বাংলা বা ইংরেজি বা হিন্দি বা নেপালি বা ওড়িয়া বা সাঁওতালি বা তেলেগু বা উর্দু,অবশ্যই থাকতে হবে ।
>
> (এ) মাধ্যমিক স্তরে বা বোর্ড বা মাদ্রাসা বোর্ড বা সমতুল্য বা
>
> (বি) কাউন্সিলের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বা সমতুল্য ; বা
>
> (গ) সেই ভাষা পরবর্তী যে কোনও উচ্চ স্তরের শিক্ষায়। '

উল্লিখিত বিজ্ঞাপন নং 01/AT/08 তে বিজ্ঞপিত শিক্ষক পদের আবশ্যিক যোগ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে । উল্লিখিত বিজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ/নোট 2তে বলা হয়েছে :-

> **"শিক্ষার মাধ্যম..... শূন্যপদগুলি** মূলত বাংলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য (মাদ্রাসা বাদে)।বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আবেদনকারী প্রার্থীদের (মাদ্রাসা ছাড়া) যাদের নির্দিষ্ট ভাষাটি শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বর্তমান, তাদের সেই ভাষাটি সেই শিক্ষা মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ / পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড /সমতুল্য কোনও বোর্ড আথবা পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ স্বীকৃত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে অথবা সমতুল্য কোনও পর্ষদ /বোর্ড আথবা পরবর্তী কোনও উচ্চ শিক্ষা স্তরে সেই ভাষার বিষয়টি প্রথম/ দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষা হিসাবে সেই ভাষায় সফল হতে হবে ।

7. উপরোক্ত বিজ্ঞাপন অনুসারে প্রথম বিবাদী নির্ধারিত ফরম্যাটে একটি বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ে আরবী ভাষার সহকারী শিক্ষক পদে আবেদন করেছিলেন।দেখা যাচ্ছে যে প্রথম বিবাদী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাইরে শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং মাধ্যমিক স্তরে বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরে তাঁর বিষয় হিসাবে বাংলা ছিল না।

8. এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম বিবাদীপক্ষ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এর আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন বিভাগ দ্বারা পরিচালিত বাংলা ভাষায় সফলভাবে এক বছরের শংসাপত্র কোর্স সম্পন্ন করেছিলেন।উল্লিখিত শংসাপত্র কোর্স, যা একটি পার্ট টাইম কোর্স ছিল, তার পাঠক্রম নিম্নরূপ:-

১.প্রথম পত্র ব্যাকরণ এবং অনুবাদ-100 নম্বর

২. দ্বিতীয় পত্র:-প্রবন্ধ এবং সাহিত্যের ইতিহাস-100 নম্বর

৩. তৃতীয় পত্র :-মৌখিক (পড়া, লেখা এবং কথোপকথন)-100 নম্বর

9. তিনটি পত্রে নম্বরের বিভাজন নিম্নরূপঃ -

প্রথম পত্র	**ব্যাকরণ এবং অনুবাদ**	**100 নম্বর**
(এ)	প্রাথমিক ব্যাকরণ	50 নম্বর
(বি)	ইংরেজি থেকে সংশ্লিষ্ট ভাষায় অনুবাদ	25 নম্বর
(সি)	সম্পর্কিত ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ	25 নম্বর

দ্বিতীয় পত্র	**প্রবন্ধ এবং সাহিত্যের ইতিহাস**	**100 নম্বর**
(১)	অনুচ্ছেদ লিখন	15 নম্বর
(২)	গল্প লিখন	15 নম্বর
(৩)	পত্র লিখন	15 নম্বর
(৪)	বোধ পরীক্ষণ	25 নম্বর
(৫)	সাহিত্যের ইতিহাস	30 নম্বর

তৃতীয় পত্র মৌখিকঃ	**পড়া, লেখা এবং কথোপকথন**	**100 নম্বর**

10. প্রথম বিবাদী দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এর বাংলা ভাষায় সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের বিবৃতি এখানে সংযুক্ত করেছন। দেখা যাচ্ছে যে তিনি 300 নম্বরের মধ্যে 155 নম্বর পেয়েছেন।প্রথম বিবাদী প্রথম পত্রে 100 এর মধ্যে 57 নম্বর,দ্বিতীয় পত্রে 100 এর মধ্যে 53 নম্বর এবং তৃতীয় পত্রে (মৌখিক) 100 এর মধ্যে 45 নম্বর পেয়েছেন।

11. দেখা যাচ্ছে যে বাংলা ভাষায় শংসাপত্র কোর্স এর কাগজসহ সমস্ত শংসাপত্রের অনুলিপি পূর্বোক্ত বিজ্ঞাপন অনুসারে আবেদনপত্রের সাথে পেশ করার পরে,প্রথম বিবাদীকে নবম আঞ্চলিক স্তরের

নির্বাচন পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ইস্যু করা হয় যা 21.12.2008- এ হবার কথা ছিল।

12. প্রথম বিবাদী লিখিত পরীক্ষায় সফল হয়েছিল যার ভিত্তিতে প্রথম বিবাদীকে 25.5.2009 তারিখে ইস্যু করা একটি চিঠির মাধ্যমে 6.7.2009 এ নির্ধারিত ব্যক্তিত্ব পরীক্ষায় অংশ নিতে বলা হয়।ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার জন্য প্রথম বিবাদীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ইস্যু করা পত্রে বলা ছিল:-

> "৭. আপনাকে পরীক্ষার সাথে সম্পর্কিত কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত বিজ্ঞাপনের শর্তে শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেছেন এই অনুমানের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্ব পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে।
>
> ....
>
> অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করবেন যে আপনার পদপ্রার্থী হওয়া যে কোনও পর্যায়ে প্রত্যাখ্যানযোগ্য, যদি আপনি 26.08.08 তারিখের বিজ্ঞাপন নং 01/AT/08 , WBSSC আইন, 1997, WBSSC (শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য ব্যক্তিদের নির্বাচন) বিধি, 2007এর শর্তাবলী অনুসারে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির বিধান অনুসারে কোনও কারণ নির্ধারণ না করে এবং আবেদন পত্রে দর্শিত দফা 17,18 এবং 19 অনুযায়ী হতে পারে যা নবম RLST (AT) ,2008 এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

13. প্রথম বিবাদীকে তার যোগ্যতার সমর্থনে সমস্ত নথি দর্শাতে বলা হয়েছিল, যা তিনি ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার সময় উপস্থাপিত করেছিলেন।প্রথম বিবাদী , এরপরে, নবম আঞ্চলিক স্তরের বাছাই পরীক্ষার (AT) 2008 এর ফলাফলের ভিত্তিতে আরবি ভাষার সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য প্যানেল ভুক্ত হয়েছিলেন। এরপরে আপিলকারী পাস বিভাগের আরবীয় ভাষার সহকারী শিক্ষক পদে তার প্রার্থীপদের সুপারিশের জন্য 21.8.2009 এ

কাউন্সেলিংয়ের জন্য প্রথম বিবাদীকে আমন্ত্রণ জানান।

14. কাউন্সেলিংয়ের তারিখে অর্থাৎ 27.8.2009 প্রথম বিবাদী মালদহ জেলার জিয়ারউদ্দিনতলা উচ্চ বিদ্যালয়ে আরবী ভাষার সহকারী শিক্ষকপদের নিযুক্তি বাছাই করেছিলেন।

15. কাউন্সেলিংয়ের পরে, প্রথম বিবাদী নিয়োগের চিঠির অপেক্ষায় থাকাকালীন, তিনি তাঁর সুপারিশ/এমপ্যানেলমেন্ট এবং স্কুলে তাঁর নির্বাচন বাতিল হওয়ার একটি বিচারিক পত্র পেয়েছিলেন এই ভিত্তিতে যে তিনি বাংলা মিডিয়াম স্কুল বেছে নিয়েছিলেন যদিও মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক বা স্নাতক কোনো স্তরেই বাংলা তার ভাষা হিসাবে নেই। ।

16. প্রথম বিবাদী এই বৈপরীত্যমূলক পত্রটিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলিকাতা হাইকোর্টে 2009 সালে রিট পিটিশন নং 2151 (ডাব্লিউ) অফ 2009 দায়ের করেছিলেনএই ভিত্তিতে যে তিনি এই পদের যোগ্য প্রার্থী কারণ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষায় শংসাপত্র কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করেছিলেন।

17. রিট পিটিশন শুনানির জন্য নেওয়া হলে আপিলকারীদের পক্ষে কেউ হাজির হননি।আপিলকারীর পক্ষে কোন afidavit in opposition দাখিল করা হয়নি।
বিজ্ঞ একক বিচারক এই মামলায় প্রথম বিবাদীর রিট আবেদনের অনুচ্ছেদ ১৫ এবং 16 কে সন্দেহাতীত রূপে গণ্য করেন এবং রিট আবেদনটিকে একতরফা ভাবে সম্মতি দান করেন।

18. একক বিচারক বলেছিলেন যে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জারি করা 9.5.2008 তারিখের মূল্যায়ন বিবরণী টি দেখিয়েছে যে প্রথম বিবাদী সফলভাবে বাংলা ভাষায় শংসাপত্র কোর্স সম্পন্ন করেছে, 300 এর মধ্যে 155 নম্বর পেয়েছে এবং আরও বলেছেন যে উপরোক্ত উল্লিখিত বিজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ 2 এবং বিশেষত, শেষ ধারাটি, যেখানে বলা আছে যে 'ভাষার পত্রটিতে পরবর্তী যে কোনও উচ্চ স্তরের শিক্ষায় অবশ্যই সফল হতে হবে ' সেই অনুসারে প্রথম বিবাদী যিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষায় শংসাপত্র কোর্স পাস করেছিলেন, এই যুক্তিতে ন্যায়সঙ্গত ছিল যে কমিশন ভুলভাবে স্কুলে আরবী ভাষার সহকারী শিক্ষক পদে তার নির্বাচন বাতিল করেছিল।সুতরাং, একক বিচারক, দ্বিতীয় আবেদনকারীকে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রথম বিবাদীকে নিয়োগপত্র দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

19. একক বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত 19.4.2010 তারিখের রায় ও আদেশের দ্বারা ক্ষুব্ধ হয়ে আপিলকারিগণ একটি আপিল F.M.A.T. No 1296 অফ 2010 দায়ের করেছিলেন, যা পরে F°M°A° 3324 OF 2015 হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল, যা 27. 6.2016 তারিখের বিচারিক আদেশ দ্বারা খারিজ করা হয়েছিল যা এই আপিলে অন্তর্ভূক্ত।

20. ডিভিশন বেঞ্চ আপিলকারীদের পক্ষে পেশ করা যুক্তি এই মর্মে খারিজ করেন যে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষায় এক বছরের খণ্ডকালীন শংসাপত্র কোর্স 2007 এর বিধির 5(C) এর বিধি অনুসারে বিবেচিত কোনও কোর্স নয়।ডিভিশন বেঞ্চ দেখেছেন যে

প্রথম বিবাদী অবধারিত ভাবে বিধি 5 (a) বা বিধি 5 (b) এর আওতায় আসে নি। প্রশ্ন ছিল তিনি বিধি 5 (c) এর আওতায় এসেছেন কিনা। ডিভিশন বেঞ্চ এর উত্তরে প্রথম বিবাদীর পক্ষে এই অভিমত পোষণ করেছেন যা নিম্নরূপ :-

> "যেহেতু বিধিগুলি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে না যে শংসাপত্র কোর্সটি এমন একটি কোর্স নয় যা উচ্চতর স্তরের শিক্ষার পরবর্তীতে প্রযোজ্য এবং প্রথম বিবাদিপক্ষ /রিট আবেদনকারী বিধি 5 (c) এর মানদন্ডগুলি পূরণ করেছেন, তাই মাননীয় একক বিচারক বিচারিক রায় প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিলেন।

21. ডিভিশন বেঞ্চ, আপিলের অধীনে তার আদেশে, দ্বিতীয় আবেদনকারীকে নির্দেশ দেন প্রথম বিবাদিপক্ষকে বিদ্যালয়ের বাংলায় আরবী (পাস) ভাষার সহকারী শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করতে ।

22. ডিভিশন বেঞ্চ এবং একক বেঞ্চ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে ভুল করেছে যে প্রথম বিবাদীপক্ষ বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ 2 এবং/অথবা বিধি 5(c) এর আবশ্যিকতা পূর্ণ করেছে।

23. সর্বোচ্চ সম্মান বজায় রেখে বলা যায় যে ডিভিশন বেঞ্চ এবং একক বিচারক যথোচিত বিচার করতে ব্যর্থ হয়েছেন প্রথম বিবাদিপক্ষের আরবীয় ভাষার সহ শিক্ষক পদের যোগ্যতা বিচারের প্রশ্নে যেখানে বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ 2 এবং/অথবা 2007 এর বিধিসমূহের বিধি 5(c) এর বিষয়টির অনুসন্ধান অত্যাবশ্যক ছিল এবং তথ্য সংক্রান্ত বিষয়টির বিচার নিষ্পত্তি আবশ্যিক ছিল এইভাবে যে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা সাহিত্য শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত বাংলা ভাষার সার্টিফিকেট কোর্সটি আদৌ

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ বা তার সমতুল্য বোর্ডের অধীনে যে স্তরে বাংলা পড়ানো হয়ে থাকে তার থেকে উচ্চ স্তরে কিনা।

24. স্নাতকদের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা পরিচালিত একটি ভাষায় কোনও খণ্ডকালীন শংসাপত্র কোর্স পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ বা তার সমতুল্য কোনও বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের চেয়ে উচ্চতর স্তরের চেয়ে উচ্চতর নয় অথবা পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ বা তার সমতুল্য বোর্ডের থেকে উচ্চ স্তরেও হতে পারে না।

25. একটি শংসাপত্র কোর্স ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে স্নাতকদের জন্য খুব ভাল বুনিয়াদি পাঠক্রম হতে পারে যারা শিক্ষানবিশ স্তরে আছেন। বাংলা শংসাপত্র কোর্সের পাঠক্রমে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিটি 100 নম্বর হিসাবে তিনটি পত্রের মধ্যে 100 নম্বরের একটি মৌখিক পত্র যাতে পঠন ,লিখন এবং কথোপকথ্ন রয়েছে যা প্রার্থীদের সাধারণত প্রাথমিক স্তরে বা মধ্য বিদ্যালয় স্তরে পরীক্ষিত হয়। তদুপরি শংসাপত্র কোর্সটি এমন প্রার্থীদের জন্য নয় যারা এর আগে বাংলা ভাষায় শিক্ষালাভ করেছে।

26. ডিভিশন বেঞ্চের যুক্তি যে একক বেঞ্চ রিট আবেদনটি গ্রহনের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল, যেহেতু বিধিগুলি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে না যে শংসাপত্র কোর্সটি এমন কোনও কোর্স নয় যা উচ্চতর স্তরের শিক্ষার পরবর্তীতে প্রযোজ্য এটি স্পষ্টতই ভ্রান্ত ধারণাভুক্ত। এটি আশা করাই অসংগত যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিধিবদ্ধ বিধিগুলি কেবল ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করতে

হবে তা নয়, সারা দেশে বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত কোন শংসাপত্রগুলি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরে বাংলা পঠন পাঠনের নির্ধারিত মানের সমতুল্য বলে বিবেচনা করা যাবে না তাও নির্দিষ্ট করে বলা উচিত।

27. এটি সুস্পষ্টভাবে মীমাংসিত যে, ভারতের সংবিধানের 226 অনুচ্ছেদের অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিষয়ে আপিল করতে বসবেন না। আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে এ জাতীয় দুর্বলতা ছিল কিনা তা নির্ধারণের জন্য কেবল সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটিই পরীক্ষা করতে পারে, যা সিদ্ধান্তকে হতাশ করে এবং ভারতের সংবিধানের 226 অনুচ্ছেদের অধীনে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানায়।

28. যাই হোক না কেন, হাইকোর্ট মৌলিক অধিকার বা অন্য কোনও আইনী অধিকার বা কিছু আইনী দায়িত্ব পালনের জন্য ভারতের সংবিধানের 226 অনুচ্ছেদের অধীনে তার অসাধারণ এখতিয়ার প্রয়োগ করে।একটি রিট আবেদনে আদেশদান করার জন্য, হাইকোর্টকে নিজেকেই উদ্যোগী হতে হবে এই প্রশ্নে যে আবেদনকারীর মৌলিক বা আইনী অধিকারে কোনও লংঘন আছে কিনা বা বিবাদীপক্ষসমূহের আইনী কর্তব্যপালনে কোনো ত্রুটি আছে কী না।

29. হাইকোর্ট তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশদান ,নির্দেশ বা রিট ইস্যু করেন যাতে সেই পক্ষ quashi-judicial বিষয়টি সঠিক করে বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগুলিকে একটি মৌলিক বা আইনী অধিকারের ক্ষেত্রে কার্যকরী করে যাতে কোনো

সরকারী কর্তৃপক্ষ তার কর্তব্য পালনে অবহেলা এবং ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে বিরত থাকতে বাধ্য থাকে।

30. বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আদালতকে দেখতে হবে যে সিদ্ধান্তটি আইনের আপাত ত্রুটি দ্বারা বিচ্যুত হয়েছে কিনা।

নিশ্চিত করার জন্য পরীক্ষা করতে হবে যে নথিতে দৃশ্যমান কোনো ভ্রান্তি যা একটি সিদ্ধান্তকে ব্যর্থ করেছে , তা কি নথিতে স্পষ্টভাবে সৃষ্ট একটি ভ্রান্তি না কি সেই ভ্রান্তিটিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য পরীক্ষণ বা তর্কের প্রয়োজন আছে। যুক্তিযুক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা যদি কোনও ত্রুটি প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, যেখানে যুক্তিসঙ্গতভাবে দুটি মতামত থাকতে পারে, তাহলে সেটিকে নথি থেকে উদ্ভূত ভ্রান্তি বলা যাবে না যা 'Satyanarayan vs Mallikarjuna' মামলায় এই আদালত উপনীত হয়েছে এবং যা AIR 1960 SC 137 এ বর্ণিত হয়েছে।

যদি কোনও বিধিসম্মত নিয়মের শর্ত যথাযথভাবে দুই বা ততোধিক নির্মাণের পক্ষে সক্ষম ***হয় এবং একটি*** নির্মাণ গৃহীত হয়, তবে সিদ্ধান্তটি রিট কোর্টের হস্তক্ষেপের জন্য উন্মুক্ত হবে না।এটি কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক বিধিবদ্ধ বিধানের একটি সুস্পষ্ট ভুল ব্যাখ্যা, বা এর অজ্ঞতা বা উপেক্ষা, বা যে কারণে আইনটিতে স্পষ্টভাবে ভুল রয়েছে তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি সিদ্ধান্ত, যা রিট কোর্ট রিট জারি করে সংশোধন করতে পারে।

31. 226 অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতার কোপ অযৌক্তিক আদেশ বাতিল করতে যথেষ্ট প্রশস্ত হতে পারে।

যদি কোনও সিদ্ধান্ত এতটাই স্বেচ্ছাচারী এবং কৌতুকপূর্ণ হয় যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি এতে উপনীত হতে না পারতেন, তবে সেটি রিট আদালত কর্তৃক অবনমিত হতে বাধ্য থাকে। যদি সিদ্ধান্তটি রেকর্ডে থাকা উপাদানগুলির দ্বারা যৌক্তিকভাবে সমর্থন করা না যায় তবে এইটিকে বিকৃত হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

32. যাইহোক, কর্তৃপক্ষের আদেশ যুক্তিসঙ্গত কিনা তা পরীক্ষা করার আদালতের যে ক্ষমতা, তা আদালতকে সিদ্ধান্তের যোগ্যতাকে পরীক্ষা করার জন্য একটি সিদ্ধান্তের সপক্ষে যথেষ্টকারণ আছে কি না তা দেখবার জন্য সমর্থ করে না,যদিও সেই আদালত সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কোনো আপীলে বসেন। আদালত কোনো বিষয়কে যুক্তিসঙ্গত বা অযৌক্তিক বিবেচনা করে কি না সেটা প্রশ্ন নয় বরং এমন একটি সিদ্ধান্ত যা আদালত মনে করে যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি প্রকাশ্য অবিচারের দিকে পরিচালিত বিষয় গ্রহণ করতে পারে না। রিট কোর্ট হস্তক্ষেপ করে না, কারণ কোনও সিদ্ধান্ত নিখুঁত নয়।

33. রিট আবেদনটিকে পোষণ ও অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে, উচ্চ আদালত তার বিচারিক পর্যালোচনার অসাধারণ ক্ষমতার সীমাটি হারিয়ে ফেলেছেন এবং সেই হিসাবে দ্বিতীয় বিবাদিপক্ষের সিদ্ধান্তের বিষয়ে আপিলে বসেছেন।

34. এই মামলায় এটি কোনো তর্কের বিষয় নয় যে প্রথম বিবাদীপক্ষ যিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাইরে শিক্ষালাভ করেছেন তার মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরে বাংলা বিষয়

হিসাবে ছিল না।

বিজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ 2 এবং/অথবা বিধিসমূহের বিধি 5 (c) এর শেষ ধারাটির ব্যাখ্যা,যেখানে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বলা আছে যে 'শিক্ষার উচ্চ স্তরে ওই বিষয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে' স্নাতক স্তর বা স্নাতকোত্তর স্তর, বা বিকল্পভাবে এমন একটি স্তরের ভাষাপত্রে যা স্নাতক স্তরে শেখানো ভাষার স্তরের সমতুল্য এবং কোনও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত কোনও খণ্ডকালীন কোর্স যুক্তিগ্রাহ্য হবে না যদি না রিট আদালত সম্ভাব্য ব্যাখ্যার মাধ্যমে হস্তক্ষেপ না করে থাকেন।

35. এই আদালত কোনো প্রকৃত তথ্যের উপর বিচারিক নোটিশ নিতে পারে না যে উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে কোনো বিষয়ে উত্তীর্ণ না হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সাধারণত স্নাতক স্তরে শিক্ষার্থীদের সেই ভাষা বিষয় হিসাবে বেছে নিতে দেয় না।প্রথম বিবাদী দ্বারা পেশ করা উপরোক্ত নথিগুলি নিরীক্ষণ করে যা দেখা যায় তা হল স্নাতক স্তরের আগে যে কোনও স্তরে ভাষা অধ্যয়ন করেছেন এমন প্রার্থীদের শংসাপত্র কোর্সে ভর্তি হতে নিষেধ করা হয়েছে, যা স্পষ্ট করে দেয় যে কোর্সটি প্রাথমিক স্তরের।

36. তাৎপর্যপূর্ণভাবে, প্রথম বিবাদী দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও দলিল বা শংসাপত্র পেশ করেনি যা প্রমাণ করে যে বাংলা ভাষায় শংসাপত্র কোর্সটি উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পরবর্তী স্তরে পঠিত বাংলা ভাষার সমতুল্য মানের।

37. আপিলের অধীনে রায় এবং আদেশটি সমর্থন করা যেতে পারে না এবং এটিকে রদ করা হল। তদনুসারে, আপীলটি কোন মূল্য ব্যতিরেকে অনুমোদিত হল।

.....বিচারপতি
(আরং বানুমাথি)
..... বিচারপতি
(ইন্দিরা ব্যানার্জি)

জুলাই 24,2019
নতুন দিল্লি

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.